FEB. 0 1 2002

ধর্মীয় শিক্ষকদের বঞ্চনার অবসান হোক

বৃটিশ আমল থেকেই সেনাবাহিনীতে ধর্মীয় শিক্ষক বা আরটি নামে একটি পদ রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই পদে নিয়োগকৃতদের পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা ও চাকরিবিধির ব্যাপারে সুষ্ঠু কোন নীতিমালা তৈরী না হওয়ায় কখনো সামরিক কখনো বেসামরিক এবং কখনো এর কোনটিই বিবেচিত না হয়ে তারা চাকরিকালীন যেমন নানা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন, তেমনি অবসর গ্রহণকালেও প্রাপ্য অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে বাধ্য হচ্ছেন অসহায় জীবন-যাপন করতে।

সেনাবাহিনীতে ধর্মীয় শিক্ষকদের চাকরির শর্তাবলী (আর্মি ইনস্ট্রাকশন নম্বর ২) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত যৌথ বাহিনী নির্দেশিকা বা জেএসআই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কেবল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য জেএসআই প্রকাশ করে থাকে। সে অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষকগণ পুরোপুরি সামরিক সদস্য হওয়ার কথা। অথচ চাকরির শর্তাবলীতে দেখা যায়, তাদেরকে সেনাবাহিনীর জেসিও সমপদমর্যাদা দেয়া হলেও তারা সামরিক না বেসামরিক–সে বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। আবার নিয়োগের বয়সসীমা, দৈহিকযোগ্যতা, চাকরিতে শিক্ষানবিশীকাল, শৃঙ্খলা, পেনসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদেরকে সামরিক বাহিনীর বেসামরিক কর্মচারীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে একই শর্তাবলীতে বেতন-ভাতা, চাকরির দায়-দায়িত্ব, বদলি, রেশন, বাড়ি ভাড়া, ছুটি, চিকিৎসা সুবিধা, ভ্রমণভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদেরকে দেয়া হয়েছে সেনাবাহিনীতে জেসিও স্কেলে প্রাপ্ত সুবিধা। যা থেকে তাদেরকে সামরিক কর্মচারী বিবেচনা করা যেতে পারে। এই দ্বিমুখী নীতির কারণে ধর্মীয় শিক্ষকগণ যেমন বেসামরিক কার্মচারীর প্রাপ্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি সামরিক কর্মচারী হিসেবেও পূর্ণ সুবিধা পাচ্ছেন না। জেসিও পদমর্যাদা ও মূল বেতন জেএসআই-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তারা টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, সাপ্তাহিক বা গেজেটেড ছুটির দিনে কাজের জন্য ভাতা, বেসামরিক সদস্যদের মতো বদলিহীন চাকরি, সরকারী আদেশে যাতায়াত ও টিফিনের জন্য ভাতা, এলপিআর-এ থাকাকালীন বেসামরিক বিধিমোতাবেক সুবিধা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অধিকন্তু, একজন সুবেদার (জেসিও) বেতনক্রমের সর্বশেষ ধাপে পৌছার পর বর্তমানে যেখানে সর্বমোট ৮৪৯৩ টাকা ৬৫ পয়সা বেতন পেয়ে থাকেন সেখানে সর্বশেষ ধাপে একজন ধর্মীয় শিক্ষক পান ৬৬১৪ টাকা ৬৫ পয়সা। আর তাই ধর্মীয় শিক্ষকদের চাকরির একটি স্থায়ী ও যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। তাতে তাদের বঞ্চনার অবসান হবে বলে মনে করি। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবদুল ওয়াদুদ,
ধর্মীয় শিক্ষক (অবসর প্রাপ্ত),
চাঁদপুর।